দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 14 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আটকে আছে ১শ' কারিগরি মাদ্রাসার এমপিওভুক্তি

স্টাফ রিপোর্টার

পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ ও শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও একশ' কারিগরি মাদ্রাসার এমপিওভুক্তি আটকে আছে। এর ফলে ওসব মাদ্রাসায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও কর্মরতরা ১৭ মাস যাবৎ বেতনবিহীন চাকরি করে যাচ্ছেন। বেতন-ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। দীর্ঘদিন এ বিষয়টি সুরাহা না হওয়ায় বেতন-ভাতার দাবীতে দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে এখন তারা রাজপথে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে এ সংক্রান্ত নথিটি নিষ্পত্তি করার জন্য কারিগরি অধিদফতরের মহাপরিচালক, কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব উজ্জল বিকাশ দত্তসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। নিয়োগপ্রাপ্তদের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও কেন এতদিন এই নথিটি নিষ্পত্তি করা হয়নি মন্ত্রী বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের কাছে পৃঃ ১৫ কঃ ১

আটকে আছে ১শ'

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

জানতে চান। মন্ত্রী পনের দিনের মধ্যে নথিটি নিষ্পত্তি করে নিয়োগপ্রাপ্ত ২০০ জনের দ্রুত বেতন-ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত সচিব উজ্জল বিকাশ দত্তকে নির্দেশ দেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষা করা হচ্ছে। নথিটি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় অতিরিক্ত সচিবের টেবিলে পড়ে আছে।

জানা গেছে, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, ধর্মীয় গোঁড়ামি দূরীকরণ ও তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে ২০০৭ সালে আইডিবির আর্থিক সহায়তায় সারাদেশের একশ' মাদ্রাসায় কারিগরি বোর্ডের আওতায় কম্পিউটার, অডিও-ভিডিওসহ বিভিন্ন ট্রেড কোর্স চালু করা হয়। ঢাকা বিভাগের ৩১টি, রাজশাহী বিভাগের ২৫টি, খুলনা বিভাগের ১৩টি, বরিশাল বিভাগের ৯টি, চট্টগ্রাম বিভাগের ১২টি ও সিলেট বিভাগের ১০টি মাদ্রাসায় ট্রেড কোর্স চালু করা হয়। ট্রেড কোর্স পরিচালনার জন্য এসব মাদ্রাসায় সর্বাধুনিক কম্পিউটার, ভিসিডি, সিডি, কালার টেলিভিশন, ডিজিটাল ক্যামেরা ও ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেমসহ মূল্যবান সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে। ট্রেড কোর্স পরিচালনার জন্য শিক্ষক নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে শিক্ষা ভবনে লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগপত্র দেয়া হয়। গত বছরের ১ জানুয়ারী থেকে এসব শিক্ষক-কর্মচারী কাজে যোগদান করে দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু রহস্যজনক কারণে দীর্ঘ ১৭ মাসেও শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির বিষয়টি ঝুলে রয়েছে।